THE NEW THEATRES LIMITED
30-11-40
নিউ থিয়েটার্স

অভিনেত্রী

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

"শুভযোগ" কাহিনী

অবলম্বনে

পরিচালক

অমর মল্লিক

ফোন ঃ বি, বি, ১১৩ ঃঃ গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

⁘ কর্ম্মীসঙ্ঘ ⁘

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	...	অমর মল্লিক
সুরশিল্পী	...	রাইচাঁদ বড়াল
শব্দ-যন্ত্রী	...	শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্র-শিল্পী	...	বিমল রায়
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	সৌরেন সেন
সম্পাদনা	...	সুবোধ মিত্র
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
নৃত্য-পরিকল্পনা	...	শরদিন্দু
সংলাপ-রচনা	...	পশুপতি চ্যাটার্জ্জি পরিমল গোস্বামী
সঙ্গীত-রচনা	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপক	...	পি, এন, রায় জলু বড়াল

⁘ সহকারীগণ ⁘

পরিচালনা ও সংলাপ-রচনায়	...	পশুপতি চ্যাটার্জ্জি
পরিচালনায়	...	অরবিন্দ সেন
সঙ্গীতে	...	হরিপদ চ্যাটার্জ্জি
চিত্র-শিল্পে	...	মন্থু ব্যানার্জ্জি রবি ধর
শব্দ-যন্ত্রে	...	সুনীল সরকার রণজিৎ দত্ত
সম্পাদনায়	...	চারু ঘোষ
ব্যবস্থাপনায়	...	অনাথ মৈত্র (সাজ-সজ্জায়) পুলিন ঘোষ

দেবী ব্যানার্জ্জি (ইউনিট্-ব্যবস্থাপনায়)

বীরেন দাস, মদন পাঠক (প্রসাধনায়)

ভূমিকালিপি

সুরমা	...	কানন
পরেশ	...	পাহাড়ী
মিঃ মিত্র	...	শৈলেন চৌধুরী
মিঃ দত্ত	...	ইন্দু মুখার্জ্জী
যোগেন	...	সন্তোষ সিংহ
রাম্	...	হরিমোহন
রমেন	...	বীরেন বল
চারু	...	মীরা দত্ত
মাধী	...	কুমারী মঞ্জরী
পুরাতন গ্রামবাসী	...	বিপিন গুপ্ত
মোটর চালক	...	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
মিঃ দত্তর সহকারী	...	নরেশ বোস
প্রম্পটার	...	বীরেন দাস
ক্লাব-সদস্যগণ	...	শ্যাম লাহা, বিনয় গোস্বামী, সত্য মুখার্জ্জী, অহি সান্যাল, আলাউদ্দীন সরকার, ভানু রায়।

গল্পাংশ

অভিনেত্রী ! ফুলের মতো শুভ্র জীবন—ছলনাহীন অপাপবিদ্ধা সুরমা—অভিনেত্রী ! রুবি থিয়েটারের মালিকের পালিতা কন্যা সুরমার মনে একদিন অভিনেত্রী হবার বাসনা জেগে ওঠে। স্নেহপ্রবণ "রুবির" মালিক তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। সুরমার মনে কোনো পাপ নেই—সে বলে অভিনেত্রী হওয়ার মধ্যে অপরাধ কোথায় ? কঠিন প্রশ্ন। অপরাধ সত্যিই নেই। তাই "রুবির" মালিককে সুরমার দাবী মানতে হ'য়েছিল, তাই সুরমা হ'য়েছে অভিনেত্রী।

সুরমার অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা। দুদিনের অভিনয়ে তার নাম সহরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। যারা থিয়েটারের ভক্ত তাদের মধ্যে জাগল চাঞ্চল্য—অভিনয়-আকাশের নূতন তারকা সুরমা—এমন তার কণ্ঠস্বর—এমন লোভন তার সৌন্দর্য্য এমন আন্তরিক তার অভিনয়। সে যখন ষ্টেজে এসে দাঁড়ায় দর্শকের মন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। তার প্রতি পদক্ষেপ, তার প্রত্যেকটি কথা, তার প্রত্যেকটি গান দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে

রাখে। অভিনয় সন্ধ্যায় রুবি থিয়েটারের একটি আসন খালি থাকে না—বহু দর্শক ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায়। রুবির মালিক—সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ, সুরমার এই কৃতিত্বে আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। তার বৈচিত্র্যহীন রুক্ষ জীবনে যেন আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়।

সহরে আরও একটি থিয়েটার আছে। বীণা থিয়েটার। বীণা থিয়েটারই এতদিন দর্শককে আকর্ষণ করেছে কারণ সেখানে আছে পরেশ নামক এক প্রতিভাবান অভিনেতা। তার ব্যক্তিত্বও অসাধারণ। সুমার্জ্জিত তার অভিনয়। কাজেই দুটো থিয়েটারই দুদিক দিয়ে দর্শককে আকর্ষণ করে। দর্শকদের মধ্যেও এই দুই থিয়েটার নিয়ে তর্ক হয়—আলোচনা হয় প্রায় সর্ব্বক্ষণ। কারো মনে হয় অভিনয়ের দিক দিয়ে সুরমা ভাল, কারো মনে হয় পরেশ ভাল। কারো কারো মনে হয় এরা দুজনে যদি একসঙ্গে মিলে অভিনয় করত তা হ'লে দর্শকদের কারো মনে কোন ক্ষোভ থাকতো না। এইটা ঠিক কথা—রুবি থিয়েটারের সুরমা বা বীণা থিয়েটারের পরেশ যত ভাল অভিনয়ই করুক—একটা পুরো নাটক কোনো থিয়েটারেই নিখুঁত ভাবে অভিনয় হ'ত না।

পরেশ যে ভাল অভিনয় করতে পারে সে বিষয় সে ছিল সচেতন। আর সে যেভাবে দিনের পর দিন অক্ষম অভিনেত্রীর সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে আসছে, তাতে তার এমন ধারণাও হ'য়েছিল যে ভাল অভিনেত্রী এদেশে পাওয়ার আশা সম্পূর্ণ দুরাশা। কিন্তু সুরমার খ্যাতি ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ল, একদিন পরেশ তার নাট্যকার

বন্ধুর মুখে সুরমার খ্যাতির কথা শুনে, বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে রুবি থিয়েটারে গেল সুরমার অভিনয় দেখতে। তার ধারণা ছিল তাকে হতাশ হ'য়ে ফিরতে হবে। কিন্তু অভিনয় দেখে সে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সে নিজেকে ভুলে অভিনয়-শেষে ঝড়ের মত সুরমার কাছে গিয়ে এক নিশ্বাসে তাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে এল। সন্দিগ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সুরমা, প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি যে পরেশের মত অভিনেতাকে সে মুগ্ধ ক'রেছে, কিন্তু পরেশের কথায় যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল তাতে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। পরেশের সম্মুখে কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে এবং গর্ব্বে তার মাথা আপনি নত হ'ল।

রুবি থিয়েটারে সুরমার সঙ্গে রুবির মালিকের যে সম্পর্ক, বীণা থিয়েটারে পরেশের সঙ্গে বীণার মালিকের সে রকম সম্পর্ক স্বভাবতঃই ছিল না। পরেশের মনে অভিনয়ের দিক দিয়ে একটা আদর্শ ছিল—কিন্তু বীণার মালিক ছিল ঘোর ব্যবসায়ী। যত কম খরচে ব্যবসা চালানো যায় এইটিই ছিল তার উদ্দেশ্য। এজন্য পরেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশেষ মধুর ছিল না। কেননা থিয়েটারের উন্নতি বিষয়ে উভয়ের মতভেদ ছিল। উপরন্তু পরেশ যে তার অধীন বেতনভুক অভিনেতা মাত্র এ ধারণা "বীণার" মালিকের মন থেকে কখনো যাওয়া সম্ভব ছিল না। ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল তার চালাকি; তাই পরেশের সঙ্গে সুরমার আলাপ হ'য়েছে এ সংবাদ পাবা মাত্র তার মনে জাগল কি

ক'রে এই ব্যাপারটা ব্যবসার দিক দিয়ে লাভজনক ক'রে তোলা যায়। তার চতুর বুদ্ধি চকিতে একটা মতলবও আবিষ্কার ক'রে ফেলল। সে পরেশের নাম ক'রে সুরমাকে বীণা থিয়েটারে আসতে অনুরোধ জানাল। নানা দিক বিবেচনা করে এবং রুবির মালিকের মত নিয়ে সুরমা গেল বীণা থিয়েটারে নিমন্ত্রণ রাখতে। পরেশ এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না। সুরমা যখন বীণা থিয়েটারে গেল সে সময় পরেশ সেখানে উপস্থিত ছিল না। বীণার মালিক এবং নাট্যকার এই দুই লোকের বাক্‌জালে সুরমা নিশ্চয় আটকে পড়বে এবং টাকার লোভে রুবি থিয়েটার ছেড়ে বীণা থিয়েটারে আসবে—অন্ততঃ পরেশের সঙ্গে অভিনয় করবার লোভেও আসবে—এ বিষয়ে বীণার মালিক ছিল নিঃসন্দেহ। তাই সে নাট্যকারের সঙ্গে একযোগে তার চালাকির জাল বিস্তার ক'রলে সুরমার চারদিকে। কিন্তু সুরমাকে তারা বাঁধতে পারল না। তাদের সকল চেষ্টা হ'ল ব্যর্থ। সুরমা অপমানিত বোধ ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল বীণা থিয়েটার থেকে। ঠিক সেই সময় পরেশ এল সেইখানে। বীণার মালিক তাকে মিথ্যা এবং আধা-মিথ্যায় অনেক কিছু বললে সুরমার সেখানে আসা এবং চলে যাওয়া বিষয়ে। পরেশ জানতে পারলে তারই নাম ক'রে সুরমাকে সেখানে ডাকা হ'য়েছিল। তা শুনে পরেশ আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তার ফল হ'ল বাণা থিয়েটারের পক্ষে বিষম। অর্থাৎ এমন

ঘটনা যাতে পরেশ, তার মালিক সুরমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার ক'রেছে তা র ই প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে গেল নিজে। সে বী ণা থি য়ে টা র ছেড়ে চলে গেল রুবি থিয়েটারে—সুরমার সঙ্গে অভি-নয় ক'রবে ব'লে বী ণা র মা লি ক ব' লে ছি ল সুরমা এবং পরেশ এক-সঙ্গে অভিনয় করুক এটা দর্শকরা সবাই চায়—পরেশ নিজে রু বি থি য়ে টা রে যোগ দিয়ে দর্শকের সেই দাবী পূরণ ক'রলে।

থিয়েটার জগতের পক্ষে এ হ'ল এক অভাবিত ব্যাপার। যা ছিল দর্শকের স্বপ্ন, এক মুহূর্ত্তে তা ধরল সত্যের রূপ। রুবি থিয়েটারের এল শুভদিন—বীণা থিয়েটারের মাথায় হ'ল বজ্রাঘাত। দর্শক বীণা থিয়েটারের দুর্দ্দশা নিয়ে মাথা ঘামায় না—তারা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে।

তারপর চলল দুজনের মিলিত অভিনয়। সুরমা আর পরেশ। পরেশ আর সুরমা। জগতের যেন দুই আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকা। দুজনে মিলে কত সুখের দিনের অভিনয়, কত দুঃখের দিনের অভিনয়, কত মিলনের অভিনয়, কত বিচ্ছেদের অভিনয়, তাদের আনন্দ যেন দর্শকদের আনন্দ—তাদের দুঃখ যেন দর্শকের দুঃখ। দর্শকের চোখে তারা যেমন প্রেমিক প্রেমিকা—তাদের নিজেদের চোখেও তারা তাই। তারা পরস্পরকে প্রথমে পছন্দ করল। তারপর তারা পরস্পরকে ভালবাসল। বাইরে তার প্রকাশ বিশেষ কিছু নেই। অন্তরে অন্তরে তারা শুধু জানে যে তারা পরস্পরকে কাছে পেতে চায়।

তারা অভিনয় শেষে অবসর মুহূর্ত্তে একসঙ্গে সহরে থেকে বাইরে চলে যায় বেড়াতে। কখনো যায় পল্লীর পথে পল্লীগ্রামের দিকে। উদার আলো-হাওয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে, অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিতে কখনো বা তারা-ভরা আকাশের নীচে, পরস্পরকে যেন তারা নিবিড়ভাবে পায়। একটু একটু ক'রে কুঁড়ি যেমন ফুল হ'য়ে ফোটে তেমনি এদের মনের কথা একদিন মুখের ভাষায় ওঠে ফুটে। তার রূপ বড় পবিত্র, বড় মধুর। এমনি ক'রে তারা ষ্টেজের অভিনয় সমাপ্ত ক'রে—জীবনের অসীম মাধুর্য্যের মধ্যে প্রতিদিন ফিরে আসে।

একদিন সন্ধ্যায় বাইরে এসে ফেরবার পথে ঘটল এক দুর্ঘটনা। গাড়ী নিয়ে সহরে ফিরে যাওয়া চলল না। বাধ্য হ'য়ে রাত কাটাতে হ'ল পল্লীগ্রামের এক গৃহস্থের ঘরে। অতিথি সেবায় পল্লী-গৃহস্থ চির উদার। তাদের ঘরে আশ্রয় পেয়ে ক্ষণকালের জন্যে হ'ল তাদের পরিবার-জীবনের আর পল্লী-জীবনের সঙ্গে পরিচয়। সুরমা দেখলে বিবাহিত জীবনের মধুর ছবি। পরেশ দেখলে পল্লী-জীবনের অসীম শান্তিময়, বাহুল্যহীন সহজ তৃপ্তির ছবি।

সুরমা ও পরেশ জানত তাদের প্রেমের এ ক মা ত্র পরিণতি হবে তাদের বিবাহ পরেশ তার উপরেও আর এক ধাপ চিন্তা করলে। সে স্থির করলে বিবাহের পর অভিনয় নয়—সহর জীবনও নয়—ষ্টেজ এবং সহর ছেড়ে তারা বাস করবে পল্লীগ্রামে। সুরমার নিজের কোনো মত নেই — পরেশ যা করবে তাই হবে। প র স্প রে র এ ই বোঝাপড়ায় তাদের মনে এল নূতন আনন্দ-জো য়া র। কি ন্তু

আনন্দের ধারা সংসারে একটানা বইতে পারে না। আনন্দ মরীচিকারই মতো—মানুষের চোখে ক্ষণকালের জন্যে আনন্দের ছায়া কাঁপে মাত্র—তাইতে মানুষ ভোলে। আসলে পরম দুঃখের মূল্যে আনন্দ না কিনতে পারলে আনন্দের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ই হয় না। সুরমা এবং পরেশের জীবনে তাই আনন্দের মরীচিকা গেল মিলিয়ে। রুবির মালিক সুরমা আর পরেশের এই পরিকল্পনায় মর্ম্মাহত হ'ল। বিবাহে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে কিন্তু ষ্টেজকে ছাড়বে কেন? সুরমা তার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ মালিককে ছেড়ে গেলে তার কি দুর্দ্দশা হবে সে কথাটা একেবারেই ভাবেনি। ভাবতে গিয়ে দেখে সমস্যা কঠিন। এমন অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ভাবে এল এই সমস্যা, যে সুরমা দুদিক মিলিয়ে তার সমাধান করতে পারলে না। সে হেরে গেল। পরেশের দিক দিয়ে এল ভুল বোঝার পালা। তড়িৎ-গতিতে একটা প্রলয় ঘটে গেল। পরেশ একা—অভিনয় ছেড়ে—সহর ছেড়ে চলে গেল পল্লীগ্রামে। সঙ্গে গেল তার পুরাতন ভৃত্য।

পরেশ একা—সুরমা একা। মাঝখানে দুস্তর বিচ্ছেদ—ভুল বোঝা অভিমান আর নৈরাশ্যের বিচ্ছেদ। কারো পক্ষেই এ বিচ্ছেদ পার হওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা যে যার ভাগ্য মেনে নিয়ে দুই পারে রইল প'ড়ে।

সুরমার মত মেয়ের পক্ষে এত বড় আঘাত সহ্য করা সম্ভব নয়। তার উপর আর এক বিপদ! এক মারাত্মক ব্যাধিতে, যে কণ্ঠের উপর ছিল তার খ্যাতির নির্ভর—সেই কণ্ঠস্বর চির জীবনের মতো নষ্ট হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'ল। প্রথমেই হ'ল তার স্বরভঙ্গ। ভাঙ্গা হৃদয়ে, ভাঙ্গা কণ্ঠে, ভাঙ্গা আশা এবং উৎসাহ নিয়ে জোর ক'রে অভিনয় ক'রতে গিয়ে সে শুধু পেল আজ দর্শকের বিদ্রূপ। সমস্ত দেহ-মন তাকে টেনে ধ'রে রাখে—জোর ক'রে দেহ-মনের বিরুদ্ধে অভিনয় করা চলে না। অভিনয় তাকে বন্ধ ক'রতে হয়। যে অভিনয় বন্ধ হবার ভয়ে তাকে ষ্টেজে থাকতে হ'ল—সেই অভিনয়ের সঙ্গে রুবি থিয়েটারও গেল বন্ধ হয়ে। কাজেই বীণা এবং রুবি এই দুই প্রতিযোগী থিয়েটার আজ একই ধ্বংসের পথে এল নেমে।

চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত বীণার স্বত্বাধিকারী নিরুপায় হ'য়ে তার সমস্ত দম্ভ বিসর্জ্জন দিয়ে পরেশকে ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা করবে ব'লে পণ ক'রলে। সে পরেশের কাছে গিয়ে অনুনয় ক'রে বললে পরেশ ফিরে চল—আমার দিকে চেয়ে আমার পরিবারের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ ক'রে ফিরে চল। এই ভাবে সে নানাদিক দিয়ে পরেশের মন নরম করবার চেষ্টা ক'রলে। উদাসীন পরেশ, নিজের জীবনের প্রতি মমতাহীন পরেশ, বীণা থিয়েটারে ফিরে যেতে রাজি হ'ল। পরেশ এল ফিরে কল্‌কাতায় বীণা থিয়েটারে।

অভিনেত্রী

এদিকে সুরমা মারাত্মক ব্যাধিতে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। রুবি থিয়েটার নেই—সঞ্চিত অর্থ কিছু নেই—মনে কোনো আশাও নেই।

বীণা থিয়েটারে পরেশ ফিরে এসেছে—সাইন বোর্ড টাঙানো হচ্ছে, তার উজ্জ্বল রং যেন কার বুকের রক্তর রং। সমস্ত আবহাওয়া যেন সেই রঙে মলিন।

আর এদিকে রুবি থিয়েটারের আসবাবপত্র নিলাম হচ্ছে। নিলামের হাতুড়ীর ঘা। সেই ঘা পড়ছে পৃথিবীর সকল মৃত্যু-পথযাত্রীর বুকে! এ দুঃখের কি শেষ নেই? আছে কি না, "অভিনেত্রী" সেই কথাই বলবে।

●

'রুবী থিয়েটারে'র দৃশ্যাদি 'নাট্য-ভারতী'র সৌজন্যে :
ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম—দি সার্জ্জিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টাল কোম্পানীর সৌজন্যে
আর, সি, এ ফটোফোন শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

সঙ্গীতাংশ

এক

শকুন্তলা বেশে সুরমা—

ওরে বন বল্ মোরে
এই আমি আমি তো রে !
কিছু মোর কিংশুক জানে কি ?

পবনের মৃদু বাঁশি
কুসুমের মধু-হাসি
অজানার জানা বাণী আনে কি ?

নিলাজ ভ্রমরা অই
কহে মোরে শোন্ সই
বনের হরিণী বাধা মানে কি ?

আজি প্রাণ-শতদল
মেলিয়াছে কত দল
স্বপনের তপনের পানে কি ?

দুই

তব্‌লাদার গান—

তেরছ নয়নে মিছরির ছুরি
লুকায়ে রেখেছে প্রিয়া,
সে-কাজল ভুরু বাঁকায়ে চাহিলে
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

মারে জীয়ন্তে মারণ-মন্ত্রে
সুরমা তাহারে কহি,
সাধ জাগে মনে তাহার জুতায়
সুখ-তলা হয়ে রহি।

দিবানিশি তার চরণ পাবো
সুখে সুখ-তলা তাই যে হবো
(মোরে) পায়ের তলায় দুমড়ি দুমড়ি
পাষাণী চলিবে পথে,

তোমরা হাসিছ হয়তো কহিছ
কবে এলে রাঁচি হ'তে ?

তিন

দুই থিয়েটারের গান—

চারু : এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরেশ : পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।
সুরমা : এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
রমেন : পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।
চারু : দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
রমেন : আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
সুরমা : দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
পরেশ : আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
সুরমা : ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
পরেশ : হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে।
সুরমা : ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
পরেশ : কুসুমে মধুপ কহি, সেও নহে তুল
সুরমা : না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।
পরেশ : কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।
সুরমা : কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।

চার

উত্তরা বেশে সুরমা—

প্রিয়, তোমার তুলনা নাই
তুমি বিপুল আকাশ
মোর হৃদয়-মুকুর
ধরিতে পারে না তাই।
তুমি অসীম সাগর
আমি তীরে ধূলিকণা
রহি কাছে সদা
তবু কাছে নাহি পাই॥

পাঁচ

রতিকান্তর গান—

মিলেছে চাঁদের সনে চাঁদ-বরণী
মোদের নসীব-ফলে রে।
এ যেন দায়ে মাছে কোলাকুলি
তেলে এবং জলে রে।
সুরমা আর পরেশ dear
এবার হোল Royal Pair
চল ভাই আর কারে আজ করি care
তিন দুনিয়ার তলে রে!

ছয়

লয়লা মজ্‌নুর গান—

মজ্‌নু— প্রেমের লাগিয়া কেহ কাঁদে হায়
কারো চোখে জাগে হাসি,
সে-প্রেম চাহিয়া কেহ যোগী হয়
কেহ সুখে গৃহ-বাসী।
লয়লা— কারো চাঁদ হিয়া সুধায় সরসে,
কারো চাঁদ কেন অনল বরষে?
মজনু— কেহ ডুবে যায় দুখ-দরিয়ায়
কেহ চ'লে যায় ভাসি'।

সাত

সুরমা ও পরেশ,—

সুরমা— আমি যে, আপন মাঝে আপনারে
হারিয়ে ছিলাম গো,
বাহিরের রংয়ের খেলায় তৃণের
সভায় এবার পেলাম গো।
বন্ধ ঘরের সুখের আলো
লাগ্‌লোনা আর আমার ভালো,
আজি তাই হৃদয়খানি বকুল-চাঁপায়
ফুটিয়ে দিলাম গো।

সুদূর—

পরেশ— সুদূর যখন কাছে আসি'
ঘুম ভাঙালো বাজিয়ে বাঁশি,
ভাবিনু এমন ক'রেই জাগার লাগি
ঘুমিয়ে ছিলাম গো।

আট

সুরমা এবং গ্রাম্যনর-নারী—

পরেশ— নীল সবুজের ঐ মোহনায়
রাঙা-মাটীর পথ যে ডাকে
আমায় ডাকে কোন ইসারায়!
সুরমা— প্রজাপতির ফুলের খেলা
জমেই শুধু, ভাঙেনা রে।
গাঁয়ের বধু হিয়ায় মধু
জনম শুধু হাসিবারে
(ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে কিশোরীরা)
চাঁপার কলি গো,
তুই নাকি সই মাটীর মেয়ে
কোন্ সে চাঁদের পরশ পেয়ে
কুসুম হ'লি গো?
(ধান ঝাড়তে ঝাড়তে কিষাণ দল)
সোনার ধানে জমাট বাঁধে মায়ের ভালোবাসা,
তারি মাঝে ঘুমিয়ে আছে মোদের গরব-আশা।

নয়

সুরমা—যে-কাঁদনে হায় কেঁদেছিল রাধা
সে-কাঁদনে কাঁদে আজি মোর হিয়া
যে-প্রেম হারায়ে ব্রজ আঁধিয়ার
তুমি গেলে মোর সেই প্রেম নিয়া।
শ্যাম ছাড়া হোলো শূন্য গোকুল,
তুমি ছাড়া মোর শূন্য দুকুল,
যে মরণে রাধা জীবনে মরিল,
আমারে বধিলে সে-মরণ দিয়া
তবু শ্রীমতীর ছিল শ্যামস্মৃতি
কৃষ্ণ-তমাল নীল মেঘ নিতি
বল' কিবা ল'য়ে আমি রই হেথা
আমার বলিতে কি গেলে রাখিয়া ?

(পাতকুয়া থেকে জল তুল্‌লে তুল্‌তে গ্রাম্য-বধূ)
ফটিক জল, ফটিক জল
মাটীর মাগো দেগো জল
আস্‌বে যখন মেঘ-রাজা
ফিরিয়ে দেব মুক্তা ফল।

রাখাল— রূপবতী কন্যা গো,
পর হয়ে সে আপন হইলো দূরে থেকেও কাছে
দু'নয়নে এক সে কন্যা স্বপন হইয়ে আছে

পরেশ— নীল সবুজের ঐ মোহনায়
সবাই আপন পর কেবা হায় ?
এক প্রভাতে জাগে ওরা
একই রাতে ঘুম যে ঘনায়।

সুরমা— এক সাথে যে পরাণ বাঁধা
ফুল যে ওরা এক মালিকায়,
একটি সুরে গাঁথা সে-গান
এক হারালে গান ভেঙে যায়
নীল সবুজের ঐ মোহনায়।

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্

- - কর্ত্তৃক - -

এই প্রোগ্রাম-

পুস্তিকাখানির

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.